পাক্ষিক

আহমদী

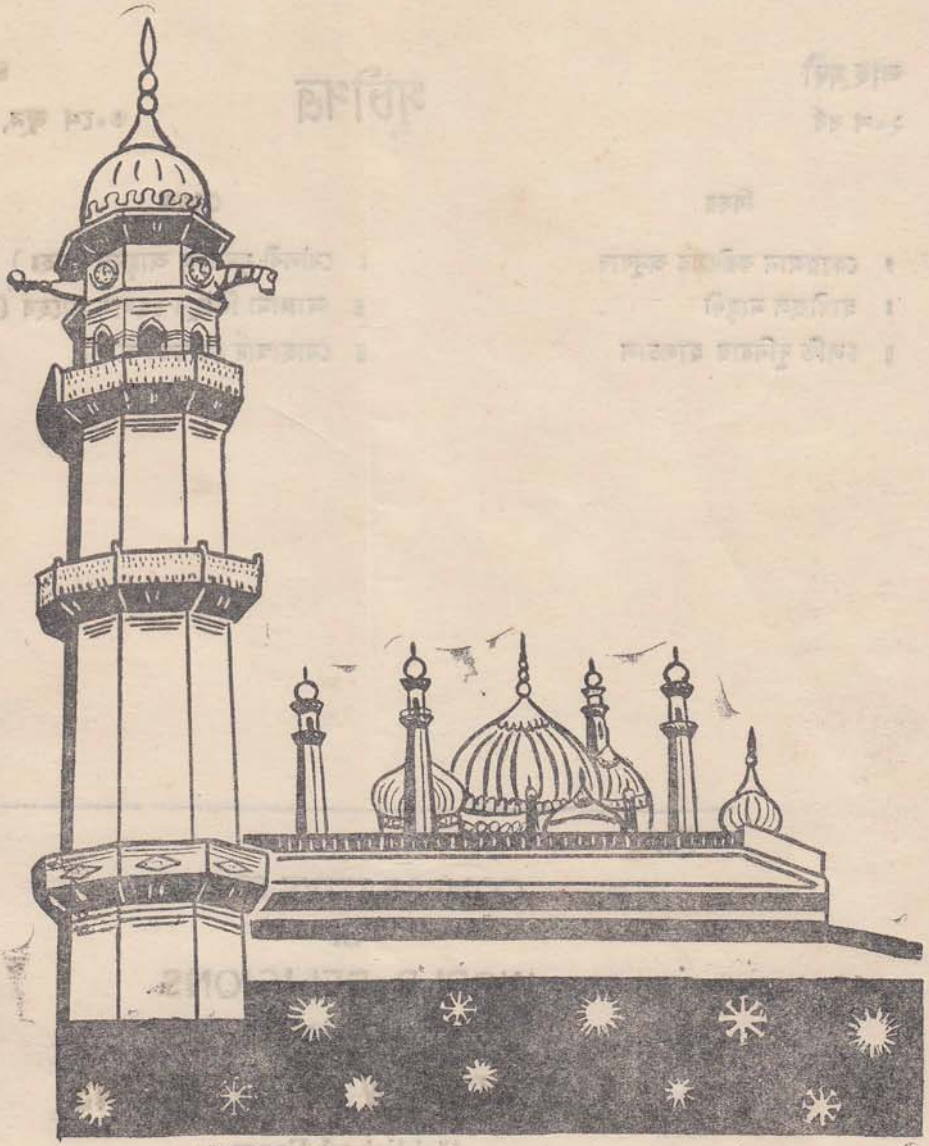

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৪র্থ সংখ্যা
৩০শে জুন, ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

৪র্থ সংখ্যা
৩০শে জুন, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৪৯
হাদীসুল মাহ্‌দী	আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব (রহঃ)	৫১
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	৬৪

For

COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published From
Rabwah (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ঃ ২০শ বর্ষঃ ৩০শে জুনঃ ১৯৬৬ সনঃ ৪র্থ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

১৭শ রুকু

১৪০॥ এবং আমরা মুসার সহিত ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করিলাম এবং ঐগুলিকে পূর্ণতা দান করিলাম আরও দশ রাত্রির দ্বারা। ফলে তাহার প্রভুর অবধারিত সময় পূর্ণ হইল চল্লিশ রাত্রিতে। এবং মুসা তাহার ভ্রাতা হারুনকে বলিলঃ তুমি আমার জাতির মধ্যে (আমার অনুপস্থিতকালে)

আমার প্রতিনিধিত্ব করিও। এবং (তাহাদের) সংশোধন করিও এবং শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারীদের পন্থা অনুসরণ করিও না।

১৪৪॥ এবং যখন মুসা আমাদের নির্ধারিত সময়ে আগমন করিল এবং তাহার প্রভু তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন, সে বলিলঃ হে আমার প্রভো! তুমি নিজকে আমায় দেখাও; আমি তোমাকে অবলোকন করিব। তিনি বলিলেনঃ তুমি কখনও আমাকে দেখিতে পারিবে না। তবে তুমি পাহাড়ের প্রতি তাকাও, যদি উহা স্বস্থানে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে। যখন তাহার প্রভু ঐ পাহাড়ের উপর আত্ম-প্রকাশ করিলেন, তিনি উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন এবং মুসা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূ-পতিত হইল। যখন সে আত্মস্থ হইল, বলিলঃ (হে আল্লাহ্) তুমি পবিত্র। আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং আমি (তোমার প্রতি) প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী।

১৪৫॥ তিনি বলিলেনঃ হে মুসা নিশ্চয় আমি আমার পয়গাম সমূহ এবং আমার বাক্য দ্বারা (সমসাময়িক) মানব সমাজের মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করিলাম। অতএব আমি তোমাকে যাহা দান করিয়াছি তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাক।

১৪৬॥ এবং আমরা তাহার জন্য কতকগুলি ফলকের উপর প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং প্রত্যেক বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা লিখিয়া দিয়াছি। অতএব (হে মুসা) তুমি যথাসাধ্য উহা পালন কর এবং তোমার জাতিকে আদেশ কর, তাহারা যেন (ঐগুলি) সুন্দরতমরূপে গ্রহণ করে। অচিরেই তোমাদিগকে আদেশ অমান্যকারীদের আবাসস্থল দেখাইয়া দিব।

১৪৭॥ অচিরেই আমি তাহাদিগকে আমার নিদর্শন সমূহ হইতে ফিরাইয়া নিব যাহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং যদি তাহারা সর্ববিধ নিদর্শন দর্শন করে তবুও উহাতে ঈমান আনয়ন করিবে না। এবং যদি সত্যপথ দেখে, উহাকে সুপথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না। আর যদি অসত্য পথ দেখে তবে উহাকেই সুপথ বলিয়া গ্রহণ করিবে। এই অবস্থার কারণ উহাই যে, তাহারা আমার নিদর্শনগুলিকে মিথ্যা বলিত এবং ঐগুলি হইতে উদাসীন থাকিত।

১৪৮। এবং যাহারা আমার নিদর্শন মালাকে এবং পরকালের সন্দর্শনকে মিথ্যা বলিত তাহাদের কার্য-কলাপ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাহারা শুধু তাহাদের কৃতকর্মের ফলভোগ করিবে।

(ক্রমশঃ)

★

"হাদীসুল মাহ্‌দী"

আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১০নং হাদীস

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الرايات السود جائت من قبل خراسان فاتوها فان فيها خليفة الله المهدى —

(رواه احمد و البيهقى)

"সৌবান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, যখন তোমরা কাল পতাকাগুলি খুরাসানের দিক হইতে আসিয়াছে দেখিতে পাইবে, তখন তোমরা তৎসমুদয়ের নিকট উপস্থিত হইও, যেহেতু উহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র খলিফা মাহদী থাকিবেন।" আহমদ ও বয়হকী এই হাদিস রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

প্রথমতঃ এই হাদীস যদি সহী হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, মাহদী মদিনা হইতে আসিয়া মক্কাতে জাহের হইবেন বলিয়া যে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এক বয়ান দিয়া আসিয়াছেন, তাহা ভুল। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব ৯নং হাদীসে মাহদী মক্কা হইতে জাহির হইবার কথা বর্ণনা করিয়া ১০নং হাদীসে মাহদী খোরাসানের দিক হইতে আসিবেন কেমন করিয়া বলিলেন? এই হাদীস লিখিবার সময় কি তাঁহার মোটেই স্মরণ ছিল না যে, মক্কা হইতে মাহদী জাহির হইবার এক বয়ান তিনি একটু পূর্বেই দিয়া আসিয়াছেন?

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীস দ্বারা আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতাই প্রমাণিত হয়। তাঁহার উর্ধতন পূর্বপুরুষ মীর্যা হাদী বেগ স্বীয় অনুচরগণ সহ ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে খুরাসানের দিক হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহাদের বাসস্থানই অতঃপর কাদিয়ান নামে অভিহিত হইয়াছে এবং এই গ্রামেই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পতাকা কি বর্ণের ছিল তাহা সঠিক বলিবার উপায় নাই, কিন্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে বহু অনুচরও আসিয়াছিল এবং দুঃখ-কষ্ট মাথায় করিয়াই তাঁহারা নিজ রাজ্য হইতে এই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণের পতাকা থাকা আদৌ অসম্ভব নহে। কাল পতাকা দ্বারা পরাজিত ও বিপন্ন হওয়ার লক্ষণও বুঝা যাইতে পারে। মীর্যা হাদীবেগও এই অবস্থায় ভারতে আগমন করেন। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, "তোমরা ঐ পতাকার নিকট যাইবে এবং উহার মধ্যে আল্লাহ্‌র খলিফা মাহদীকে পাইবে।" আজ আমরা স্ব-চক্ষে দেখিতেছি যাহারা ঐ পতাকার নিকট গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই আল্লাহ্‌র খলিফা মাহদীকে পাইবার সৌভাগ্য অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছেন। আজ কাদিয়ানই যে প্রকৃত ইসলামের জ্ঞান আহরণ ও বিকীরণের এক প্রবল প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদীত নাই।

১১নং হাদীস

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فى آخر امتى خليفة يحثى المال حثيا لا يعده (رواه مسلم)

"হযরত জাবের রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের শেষ ভাগে একজন খলিফা হইবেন, তিনি গণ্ডুষ ভরিয়া অর্থ দিবেন, গণনা করিবেন না।"

এই হাদীসেও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কোন কথা নাই। আর যদি এই হাদীসে উক্ত খলিফাকে ইমাম মাহদীই মনে করিয়া লওয়া হয়, তবুও এই হাদীস কাদিয়ানে আর্ভিত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যায় না বরং তাহার সত্যতাই প্রতিপন্ন করে। যাহারা তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন তাহারা জানেন যে, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) যখন, দান-খয়রাত বা নিজের কাজের জন্যও কাহাকে কিছু দিতেন, হাতের মধ্যে যাহা আসিত তাহাই দিয়া দিতেন, গণ্ডুষ ভরিয়া দিতেন, গণনা করিতেন না, গণনা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না॥

১২নং হাদীস

عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة المهدى فيجئ اليه الرجل فيقول يا مهدى اعطني قال فيحثى له فى ثوبه ما استطاع ان يحمله - (رواه الترمذى)

"রসুলে করীম (সাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মাহদীর কথা উপলক্ষে তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিবে, হে মাহদী আমাকে কিছু দিন, তখন তিনি তাহার কাপড়ে যে পরিমাণ বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন দুই হস্ত পূর্ণ করিয়া সেই পরিমাণ দিবেন।" (তেরমুজি)

এই হাদীস দ্বারাও কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়। হযরত মসিহে মওউদ মাহদী (আঃ) ও মেহমানদের জন্য লঙ্গরখানার সরঞ্জাম আটা ইত্যাদি এই ভাবেই প্রদান করিতেন। লঙ্গরের নিয়োজিত ব্যক্তি যে-পরিমাণ কাপড়ে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিত তাহার কাপড়ে গণ্ডুষ ভরিয়া তিনি সেই পরিমাণই ঢালিয়া দিতেন।

"গণ্ডুষ ভরিয়া কাপড়ে ঢালিয়া দেওয়া" কথা দ্বারা আটা ডাইল ইত্যাদি জাতীয় জিনিষই বুঝায়, টাকা-পয়সা বা নোট বোঝায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই হাদীসে টাকা পয়সাই বুঝিয়াছেন।

মাহদীর জমানায় যদি অর্থের এত প্রাচুর্য্য হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যে যত বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে ততই দান করা হইবে তাহা হইলে অর্থ-ই যে অর্থ থাকে না। কোরান শরিফে আল্লাহ্‌-তা'লা বলিয়াছেন—

لو بسط الله الرزق لبغوا فى الارض —

"আল্লাহ যদি রিজিকের বাহুল্য প্রদান করিতেন তাহা হইলে পৃথিবীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইত।"

কোরান শরীফের এই উক্তির বিরুদ্ধে মাহদী (আঃ) আসিয়া কেমন করিয়া অর্থের এত বাহুল্য প্রদান করিবেন?

বস্তুতঃ, সামাজিক জীব মানুষকে আল্লাহ্‌তালা সৃষ্টি করিয়াছেন একে অন্যের মুখাপেক্ষী করিয়া। পরস্পরের সাহায্যের বিনিময়ের জন্য অর্থের তারতম্য সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থ-নীতি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাদের সামান্য জ্ঞানও আছে তাহারা কোরআন শরীফের এই পবিত্র দর্শনের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইবেন।

সুতরাং অর্থের এত প্রাচুর্য্য যে, যে-ব্যক্তি যত বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে তাহাকে ততই দান করা হইবে, তাহা কোরান শরীফের এই আয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত; অথচ এই হাদীসের মধ্যেও এমন কোন শব্দ নাই, যাহাতে এত প্রচুর অর্থ দান করা বুঝায়।

কিন্তু এই আখেরী জমানার মৌলবী মৌলানাগণের কথা কি বলিব তাঁহারা যে নিদ্রায়, জাগরণে, উঠায়, বসায়, ২৪ ঘণ্টায় টাকার স্বপন ছাড়া আর কিছুই

দেখেনও না, বুঝেনও না। এই টাকা আবার বিনা মেহনতে খয়রাতী হওয়া চাই। এই জন্যই তাহারা প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন যে, ইমাম মাহদী আসিয়া বয়তুল্লাহ্ শরীফ খনন করিয়া তাহার তলদেশ হইতে বাহির করিয়া প্রচুর অর্থ বিতরণ করিবেন।

১৩নং হাদীস

عن ذی مخبر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ستصالحون الروم صلحا امنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون و تغنمون و تسلمون ثم ترجعون حتی تنزلوا بمرج ذی تلول فیرفع رجل من اهل النصرانیة الصلیب فیقول غلب الصلیب فیغضب رجل من المسلمین فیدقه فعند ذالك تغدر الروم و یجمع للملحمة فیثور المسلمون الی اسلحتهم فیقتتلون فیکرم الله تالك العصابة بالشهادة - (رواه ابوداؤد)

"জুমুখ বির্ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা অচীরে খ্রীষ্টানদের সহিত শান্তি-পূর্ণ সন্ধি স্থাপন করিবে; তৎপর তাহারা ও তোমরা অপর একদল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে, ইহাতে তোমরা জয়যুক্ত হইবে; এবং শত্রুদের রণসম্ভার লুণ্ঠন করিবে এবং নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিয়া উচ্চ তৃণক্ষেত্রে অবতরণ করিবে। তৎপর একদল খ্রীষ্টান ক্রুশ উত্তোলন করিয়া বলিবে, ক্রোশ জয়যুক্ত হইয়াছে; ইহাতে একজন মোসলমান রাগান্বিত হইয়া ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। সেই সময় সেই খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে এবং মহাযুদ্ধের জন্য একত্রিত হইবে। ইহাতে মোসলমানগণও নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্রের দিকে ধাবিত হইবে, এবং যুদ্ধ করিবে; অতঃপর আল্লাহ্তালা উক্ত মোসলমানদিগকে শাহাদতের দরজায় গৌরবান্বিত করিবেন।" (আবু দাউদ)

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই হাদীসেও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কোন কথা নাই; মসিহে মওউদ (আঃ)-এরও উল্লেখ নাই। এই হাদিসে আছে খ্রীষ্টান-মোসলিম যুদ্ধের কথা, খ্রীষ্টান মোসলিম সন্ধির কথা, খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবার কথা ও মোসলমানদের শহিদ হইবার কথা।

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

وكان بين المسلمين و بينهم هدنة فغدرها و اخذها و نكل بهم وعذبهم و اسكنهم المطامير والحبوس الحرجة وذكروا له حديث الهدنة فقالوا قولوا لمحمدكم يخلصكم فلما بلغه رحمه الله ذالك عنه نذر انه متى اظفره الله به قتله بنفسه (سيرة صلاح الدين لابن شداد ص ٢٧)

"মোসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যে সন্ধি হইয়াছিল। অতঃপর খ্রীষ্টানেরা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছিল এবং মোসলিম সৈন্যদলকে কয়েদ করিয়া বিভিন্ন রকমের কষ্ট দিয়াছিল, স্বল্প পরিসর কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছিল, তখন সেই মোসলমানগণ খৃষ্টান সেনাপতিকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, সে বলিয়াছিল, "তোমরা তোমাদের মোহাম্মাদকে (সাঃ) বল তোমাদিগকে এখন মুক্ত করিয়া দিতে।" এই সংবাদ পাইয়া সুলতান সালাহ্উদ্দিন শপথ করিয়াছিলেন, "আল্লাহ্তালা আমাকে জয়যুক্ত করিলে আমি এই ব্যক্তিকে নিজ হাতে হত্যা করিব।" (সুলতান সালাহ্ উদ্দিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী ইবনে সাদ্দাদ লিখিত সুলতান সালাহ্ উদ্দিনের জীবনী ২৭ পৃঃ)।

পাঠক দেখিতে পাইলেন খ্রীষ্টান ও মোসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধি এবং সন্ধির পর খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস-ঘাতকতার ঘটনা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী

হইয়াছে দেখিয়া তৎকালীন বিশেষজ্ঞগণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে মনে করিয়াছেন। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, ইহা ইমাম মাহদীর জমানায় ঘটিবে অথচ মাহদীর কোন কথাই এই হাদীসে নাই।

১৪নং হাদীস

عن ابن عمر قال يوشك المسلمون ان يحاصروا الى المدينة حتى يكون ابعد مسالحهم سلاح و سلاح قريب من خيبر (رواه ابوداؤد)

"হযরত ইবনে উমর বলিয়াছেন, মোসলমানগণ মদিনায় শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িবে, এমন কি, ইহাদের দূরবর্ত্তী সীমান্ত দুর্গ খয়বরের নিকটবর্ত্তী সেলাহ নামক স্থানে হইবে।"

হযরত ইবনে উমরের এই কথার মধ্যেও ইমাম মাহদীর কোন কথা নাই। এক সময় মোসলমানগণ মদিনায় শত্রু পরিবেষ্টিত হইবে। এই কথার সঙ্গে ইমাম মাহদীর কি সম্পর্ক আছে?

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, মদিনা শরীফ শত্রু বেষ্টিত হইবার ঘটনা কয়েকবার ঘটিয়াছে। আর বর্তমান জমানায় মোসলমানদের রাজ্যগুলির সীমানা সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতেছে দেখিয়াও ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আঁ-হযরত (সাঃ) এর এই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হইয়াছে।

এই হাদীস হইতে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "ইমাম মাহদী প্রকাশিত হইবার পূর্বে তুরস্ক রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যাইবে, মোসলমানগণ সেই সময় তুরস্ক, এরাক, ও শাম দেশ ত্যাগ করিয়া মদিনা শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।"

মৌলানা সাহেবের এই স্বকপোল কল্পিত সিদ্ধান্ত এক দিক দিয়া হাদীসের কোন শব্দ হইতে-ত প্রমাণিত হয়ই না, পক্ষান্তরে কোন স্থির-মস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। তুরস্ক, এরাক ও শামদেশীয় সমস্ত অধিবাসীদের জন্য মদিনা সহরে কিরূপে স্থান সংকুলান হইতে পারে?

১৫নং হাদীস

পনর নম্বর দিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে হাদীসটি পেশ করিয়াছেন, তাহা বুখারী শরীফের একটি হাদীসের শেষ অংশটুকু মাত্র, নিম্নে আমরা সম্পূর্ণ হাদীসটি উদ্ধৃত করিলাম, আর এই হাদীসের যে অংশটুকু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব পেশ করিয়াছেন তাহা চিহ্নিত করিয়া দিলাম। সম্পূর্ণ হাদিসটি পেশ না করিয়া ইহার অংশ মাত্র পেশ করার মধ্যে মৌলানা সাহেবের কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে চাই না। আশ করি হাদীসটির আগা-গোড়া পাঠ করিলে পাঠক নিজেই বুঝিতে পারিবেন যে, মৌলানা সাহেব কেন হাদীসটি সম্পূর্ণ পেশ করিলেন না।

হাদীসটি এই

عن عوف بن مالك قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك وهو فى قبة من ادم أعدد بين يدى الساعة ستا موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتا يأخذكم كقعاص الغنم ثم افاضة المال حتى يعطى الرجل مأة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لايبقى بيت من العرب الا دخلته - ثم هدنة ستكون بينكم و بين بنى الاصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر الفا (رواه بخارى)

"আওফ ইবনে মালিক হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তবুক যুদ্ধে যখন রসুলে করীম (সাঃ) একটা চর্ম নির্মিত তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন এমন সময় আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, কেয়ামতের পূর্বের ছয়টা কথা গণিয়া রাখ, (১) আমার মৃত্যু, তারপর (২) বয়তুল-মুকাদ্দাস বিজয়, তারপর,

(৩) মহামারী, যাহা তোমাদিগকে এরূপ ভাবে আক্রমণ করিবে যেমন মেষপালকে আক্রমণ করে, (৪) তারপর, অর্থের প্রাচুর্য্য হইবে এমন কি কাহাকেও এক শত দীনার দিলেও সে সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না, তারপর (৫) এমন এক বিপ্লব উপস্থিত হইবে যাহাতে আরবের কোন ঘর বাকী থাকিবে না, তারপর (৬) তোমাদের মধ্যে ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে এক সন্ধি হইবে, তাহারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে আশিটি পতাকা তলে সমবেত হইবে, প্রত্যেক পতাকা তলে বার হাজার লোক থাকিবে।" (বুখারী)

পাঠক দেখিতে পাইলেন, এই হাদীসেও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কোন কথা নাই। তবে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব মনে করেন, যে, "ইমাম মাহদী প্রকাশিত হইবার পূর্বে এই ঘটনাগুলি প্রকাশিত হইবে।"

কিন্তু উপরোক্ত তিনটি হাদীসেই ইহাও বর্ণিত হয় নাই যে, ইমাম মাহদী প্রকাশিত হইবার পূর্বেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটিবে, বরং এই ১৫নং হাদীস দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া কেয়ামত পর্য্যন্ত এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটিবে। ইমাম মাহদী জাহের হইবার পূর্বেই সবগুলি ঘটনা ঘটিবে এমন কোন ইঙ্গিতও এই হাদীসগুলিতে নাই; ইহা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের স্বকপোল কল্পিত।

দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসে মুস্লিম-খ্রীষ্টান যুদ্ধের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, এতদ্ব্যতিত মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পেশ করা ১৬, ১৭, ১৯, ২১ ও ২২নং হাদীসগুলিতেও মুস্লিম-খ্রীষ্টান যুদ্ধের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। পাঠক দেখিতে পাইবেন এই হাদীস-গুলিতে একই ঘটনা সম্বন্ধে বর্ণনাকারী রাবীদের বর্ণনায় পরস্পরের মধ্যে এত বৈষম্য বিদ্যমান আছে যাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, খ্রীষ্টান-মুস্লিম যুদ্ধ বিগ্রহ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বর্ণনাকারী রাবীগণ নিজ নিজ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দগুলি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নয়। এরূপ বর্ণনাকে হাদীস শাস্ত্রে 'রেওয়ায়েত বিল মানা' বলা হয়। এই রকম হাদীসের প্রত্যেকটি বাক্যই প্রমাণরূপে ব্যবহার হয় না, বরং এই রকম হাদীসের মোটামোটি ভাবই গৃহীত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ১৫নং হাদীসের প্রত্যেকটি কথা আঁ হযরত (সাঃ)-এর বর্ণিত পর্য্যায়ানুযায়ীই পূর্ণ হইয়াছে। হুজুর (আঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে ৬টি বিষয় গণিয়া রাখ—

প্রথম—'আমার মৃত্যু'। সকলই জানেন, আঁ হযরত (সাঃ)-এর ওফাত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়—'বয়তুল মুকাদ্দাস বিজয়"। হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর জমানায় যে বয়তুল মুকাদ্দাস বিজয় হইয়াছে তাহা কে না জানে?

তৃতীয়—'মহামারী'। তাহাও হযরত উমর (রাঃ)-এর জমানায় 'ওমওয়াছ'-এর প্লেগ দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, যেখানে তিন দিনে ৭০ হাজার লোক মারা গিয়াছে।

চতুর্থ—'অর্থের প্রাচুর্য্য'। তাহাও হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জমানায় পূর্ণ হইয়াছে।

পঞ্চম—'বিপ্লব'। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ড যে বিপ্লবের ফলে ঘটিয়াছিল তাহা দ্বারা এই বিপ্লব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

(উপরুক্ত পাঁচটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রমাণের জন্য মেশ্‌কাত শরীফের ব্যাখ্যা 'মেরকাত' দ্রষ্টব্য)।

ষষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী—খ্রীষ্টানদের সঙ্গে সন্ধি হইয়া গেলে খ্রীষ্টানগণ সেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবে, ফলে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। তাহাও সুলতান সালাহ্-উদ্দিনের সময় সংঘটিত হইয়া রসুল করীম (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছে। ইহা ১৩নং হাদীসের ব্যাখ্যায় সুলতান সালাহুদ্দিনের প্রাইভেট সেক্রেটারীর রিপোর্ট

হইতে উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াছি। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রই অবগত আছেন যে, 'ক্রোজাইড ওয়ার' বা ক্রুশ যুদ্ধে সুলতান সালাউদ্দিনের বিরুদ্ধে ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত খ্রীষ্টান শক্তি একত্রিত হইয়াছিল।

এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী যাহা হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়া গিয়াছেন এবং পরবর্ত্তি যুগে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে তাহা ইমাম মাহদীর জমানায় পূর্ণ হইবার জন্য বসিয়া থাকা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব আলোচ্য হাদীসের ৬টি ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ৫টিরই উল্লেখ করেন নাই; ইহাতে স্বভাবতঃই সন্দেহ হয় যে, তিনি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

১৩নং হাদীস

عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالاعماق او بدابق فخرج اليهم جيش من المدينة من خيار اهل الارض يومئذ فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلى بينكم وبين اخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون ابدا فيفتحون قسطنطينية فبينهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم وفى اهليكم فيخرجون وذلك باطل فاذا جاءوا الشام خرج فبينهم يعدون للقتال ويسوون الصفوف اذ اقيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم - (رواه مسلم)

"আবু হুরাইরা, রাঃ রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না খ্রীষ্টানগণ 'আমাক' কিংবা 'দাবাক' নামক স্থানে অবতরণ করে। ইহাতে মদিনা শরীফ হইতে একদল সৈন্য তাহাদের দিকে বাহির হইয়া আসিবেন. যাঁহারা সেই সময়ে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইবেন। যখন তাঁহারা ব্যূহ রচনা করিতে থাকিবেন, তখন খ্রীষ্টানেরা বলিবে, যে-সমস্ত মোসলমানগণ আমাদের লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়াছে, তাহাদের ও আমাদের মধ্যে পথ ছাড়িয়া দাও, আমরা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। তখন মোসলমানগণ বলিবেন, আমাদের ভাইদিগকে তোমাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি না তৎপর মোসলমানগণ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। ইহাতে এক তৃতীয়াংশ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। আল্লাহ্ কখনও তাহাদের তৌবা কবুল করিবেন না। অতঃপর আর এক তৃতীয়াংশ শহীদ হইবেন, তাঁহারা আল্লাহ্‌র কাছে শ্রেষ্ঠতম শহীদ; এবং আর এক তৃতীয়াংশ জয়লাভ করিবেন, তাঁহারা কখনও বিপথগামী হইবেন না। তাঁহারা 'কনষ্টান্টিনপোল' অধিকার করিবেন। অতঃপর তাঁহারা যখন তাঁহাদের তরবারী-গুলি জয়তুন বৃক্ষের ডালে লটকাইয়া রাখিয়া বিজিত ধন বন্টনে ব্যাপৃত হইয়া পড়িবে, এমন সময় সয়তান চিৎকার করিয়া বলিবে, দাজ্জাল তোমাদের পরিজনের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে মোসলমানগণ তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই সংবাদ মিথ্যা। তৎপর যখন তাহারা শাম দেশে উপস্থিত হইবেন তখন দাজ্জাল বাহির হইবে। তৎপর যখন তাহারা যুদ্ধের জন্য ব্যূহ রচনা করিতে থাকিবেন তখন নামাজ শুরু করা হইবে; তখন ইসা ইবনে মরিয়ম নাজিল হইবেন।"

(মুসলিম)

এই হাদীসে অতি পরিষ্কার ভাবেই কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, এই জগদ্বিখ্যাত ঘটনা—কুস্তনতুনিয়া বিজয়—সুলতান মোহাম্মাদ কর্ত্তৃক ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট যুদ্ধের পর সংঘটিতত হইয়াছে।

আর কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের পর যখন মোসলমানগণ ধর্মের জেহাদ হইতে বিরত হইয়া তরবারীগুলি

লটকাইয়া রাখিয়াছিল তখনই স্পেন দেশে মোসলমান রাজ্যে খ্রীষ্টানদের আক্রমণ হয়, এবং মোসলমানগণ এই দাজ্জাল বাহির হইবার সংবাদ পাইয়া সেই দিকে ধাবিত হয়। তারপর ক্রমশঃ মোসলমান শক্তি হীন-বল হইয়া পড়ে, আর খ্রীষ্টান শক্তি ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে।

অতঃপর যখন মোসলমানগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এমন কি, রুষ-তুরক যুদ্ধে দুনিয়ার সমস্ত মোসলমান সাহায্য করিয়াছিল—তখনই হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হয়।

দ্বিতীয়তঃ, 'কনষ্টান্টিনপোল, বিজয় সংক্রান্ত ভবিষ্য-বাণী বিভিন্ন রাবী বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনায় এত বিরোধ বর্তমান রহিয়াছে যে, এই ঘটনা সম্বলিত প্রত্যেকটি কথা প্রমাণ রূপে ব্যবহার হইতে পারে না। এই ভবিষ্যদ্বাণীকে রাবীগণ নিজের ভাষায় বর্ণনা করিতে যাইয়া অনেক ভুল করিয়াছেন এবং এই জন্যই পরস্পরের বর্ণনার মধ্যে এত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। পাঠক ক্রমে দেখিতে পাইবেন, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের পেশ করা এই ঘটনা সম্বলিত হাদীসগুলির মধ্যে কত বৈষম্য রহিয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত হাদীসের মোটামুটি কথাই গ্রহণ-যোগ্য; আর মোটামুটি কথা হইতেছে—কুস্তনতুনিয়া-বিজয়, অতঃপর মোসলমানদের ধন-মদে মত্ত হইয়া দিনী-জেহাদ হইতে বিরত হওয়া, অতঃপর দাজ্জাল বাহির হওয়া, অতঃপর মসিহে মউদের আবির্ভাব।

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে, কুস্তনতুনিয়া বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া এই সবগুলি ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হইয়াছে এবং হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সপ্রমাণিত করিতেছে।

আর রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ের অব্যবহিত পরেই দাজ্জাল বাহির হইবার যে-কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহাও অতি পরিষ্কার ভাবেই পূর্ণ হইয়াছে। দাজ্জাল বাহির হইয়াই মুস্‌লিম শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়াছে। দাজ্জাল সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা পৃথক অধ্যায়ে করা হইবে, ইনসাল্লাহ্। সেখানে পাঠক দাজ্জালের সম্যক পরিচয় পাইবেন এবং দেখিতে পাইবেন যে, কনষ্টান্টিন-পোল বিজয় ও দাজ্জালের আবির্ভাব আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ীই হইয়াছে।

কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী এখনও পূর্ণ হয় নাই মনে করিয়া ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকা তাহাদের পক্ষেই সম্ভব যাহারা নিজেদের দারুণ অজ্ঞতা বশতঃ এখনও মনে করে যে, ইংরাজ রোমের বাদশাহকে কর দিয়া থাকে। দুঃখের বিষয় অশিক্ষিত মোসলমানদের ত কথাই নাই, বহু মৌলানা-মৌলবীও এখনও এরূপ ধারণার মধ্যে পড়িয়া আছেন।

১৭নং হাদীস

عن عبد الله ابن مسعود قال عدو يجمعون لاهل الشام ويجمع لهم اهل الاسلام يعنى الروم فيتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفي هؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فاذا كان يوم الرابع نهد اليهم بقية اهل الاسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتتلون مقتلة لم يرمثلها حتى ان الطاير يمر بجنباتهم فلا يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بذر الاب كانوا ماية فلا يجدونه بقى منهم الا الرجل الواحد - فباي غنيمة يفرح او اي ميراث يقسم بينهم كذالك اذ سمعوا بباس هو اكبر من

ذالك فجاءهم الصريخ ان الدجال قد خلفهم فى ذراريهم فيرفضون ما فى ايديهم و يقبلون فيبعثون عشر فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لاعرف اسمائهم و اسماء ابائهم و الوان خيولهم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ — (رواه مسلم)

"আবদুল্লা ইবনে মাসউদ বলিয়াছেন, এক বড় খ্রীষ্টান শত্রু শামবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিতে সৈন্য সমাবেশ করিবে এবং মোসলমানগণ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সৈন্য সমাবেশ করিবেন। মোসলমানগণ এরূপভাবে মৃত্যু পণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন যে, তাঁহারা জয়লাভ না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবেন না। অতঃপর তাঁহারা যুদ্ধ করিতে থাকিবেন, এমন কি, রাত্রি আসিয়া তাহাদের মধ্যে অন্তরাল হইয়া পড়িবে। তখন উভয় দল বিনা জয়-পরাজয়ে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অতঃপর আবার মোসলমানগণ এইভাবে মৃত্যু পণ করিয়া যে—জয়লাভ না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে না—যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিবে। তারপর যুদ্ধ করিতে করিতে রাত্রি আসিয়া অন্তরাল হইয়া পড়িবে; তখন উভয় দল বিনা জয়-পরাজয়ে প্রত্যাবর্তন করিবে, এবং সর্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তারপর আবার মোসলমানগণ মৃত্যু পণ করিবে যে, জয়লাভ না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না, এবং যুদ্ধ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া পড়িবে; উভয় দল বিনা জয়-পরাজয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, এবং সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অতঃপর যখন চতুর্থ দিবস আসিবে তখন অবশিষ্ট মোসলমানগণ তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। ইহাতে আল্লাহ্‌তালা তাহাদের উপর পরাজয় নির্দ্দেশ করিবেন। মোসলমানগণ এরূপ যুদ্ধ করিবেন যে, তাহার তুলনা পরিলক্ষিত হয় না। এমন কি, পক্ষী তাহাদের চারিদিকে উড়িয়া যাইতে থাকিবে, কিন্তু তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, মরিয়া পড়িয়া যাইবে। বংশের লোকদিগকে গণনা করা হইলে দেখিতে পাইবে শত করা একজনের বেশী জীবিত নাই। কাজেই কোন্ বিজিত ধনে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে এবং কোন্ পিতৃ-সম্পত্তি বণ্টন করা যাইবে? এমতাবস্থায় তাঁহারা তদপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সংবাদ শুনিতে পাইবেন দজ্জাল তাঁহাদের পিছনে তাঁহাদের পরিজনের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের হস্তস্থিত ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইবেন এবং দশজন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী সৈন্যরূপে পাঠাইবেন। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি নিশ্চয়ই তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের পিতৃপুরুষদের নাম, তাঁহাদের ঘোটকের রং পর্য্যন্ত জানি; তাঁহারা সেই সময়ের শ্রেষ্ঠতম অশ্বারোহী হইবেন।" (মুসলিম)।

প্রথমতঃ, এই হাদীসেও ইমাম মাহ্‌দী ও মসিহ্‌ মওউদ সম্বন্ধে কোন কথা নাই। এই হাদীসে অতি পরিষ্কার ভাবেই খ্রীষ্টান ও মোসলমানদের মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অতীত মুসলিম-খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে-সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত যুদ্ধ ইহাদেরই অন্যতম। নিম্নে এক যুদ্ধের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা গেল, তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, আলোচ্য হাদীসের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

فالتقى العسكران على سطح جبل طبرية الغربى منها فى اواخر الخميس الثانى وعشرين وحال الليل بين الفئتين فتباينا على مصاف شاكى السلاح الى صبيحة الجمعة فى الثالث والعشرين فركب العسكران و تصادما واشتد الامر وذالك بارض تسمى اللوبيا وضاق الخناق بالقوم هذا سائرون كانما يساقون الى الموت وهم ينتظرون وهم ايقنوا بالويل و الثبور راحت انفسهم انهم فى غد زوار القبور ولم

يزل الحرب يلتحم و الفارس مع قرنه يصطدم حتى لم يبق الا الظفر و وقع الوبال على من كفر فحال بينهم الليل و ظلامه ... ... حتى كان صباح السبت الذى بورك فيه (سيرة صلاح الدين لابن شداد ٢١ تا ٢٣)

"অতঃপর দুই দল পরস্পর সম্মুখীন হইল তিবরিয়া পর্বতের সমতল ভূমিতে ২২শে তারিখ বৃহস্পতিবারের শেষ ভাগে; এবং রাত্রি আসিয়া উভয় দলের মধ্যে অন্তরাল হইয়া পড়িল। উভয় দল যুদ্ধক্ষেত্রেই অস্ত্র-শস্ত্র বাঁধা অবস্থায় ২৩শে তারিখ শুক্রবার সকাল পর্যান্ত অবস্থান করিল। তারপর আবার দুই দলই যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দুই দলের পরস্পরের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই কঠোর যুদ্ধ হইয়াছিল 'লুবিয়া' নামক গ্রামের মাঠে। যুদ্ধ এমন কঠোর হইয়াছিল যে, উভয় দলের প্রায় দম বন্ধ হইয়া আসিল, প্রত্যেকেই মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল, এবং নিজদিগকে অনিবার্য্য ধ্বংশের সম্মুখীন মনে করিতে লাগিল এবং ভাবিতে লাগিল, তাহাদিগকে যেন মৃত্যুর দিকে আকর্ষণ করা হইতেছে। এই ভাবে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রত্যেক অশ্বারোহী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে রক্তারক্তি আরম্ভ করিল, যেন জয় না করিয়া ফিরিবে না এবং কাফেরকে ধ্বংশ করিবেই।

অতঃপর রাত্রি এবং রাত্রির অন্ধকার আসিয়া তাহাদের মধ্যে অন্তরাল হইয়া পড়িল। ... ... এমন কি, শনিবারের সকাল আসিয়া উপস্থিত হইল যেদিন তাঁহারা বিজয় গৌরবে কল্যাণ-মণ্ডিত হইয়াছিল।" (সুলতান সালাহুদ্দিনের জীবনী, ৬১—৬৩ পৃঃ)

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই বর্ণনা পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, আলোচ্য হাদীসে-বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে ৫৮৩ খৃষ্টাব্দে।

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর মোসলমানদের জন্য বিজিত ধন-রত্নে আনন্দিত হইবার কিছুই থাকিবে না। কারণ তখন শতকরা নিরনব্বই জন মোসলমান মরিয়া যাইবে, পাখী উড়িয়া যাইতে যাইতে মরিয়া পড়িয়া যাইবে, তবুও মৃত ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করিতে পারিবে না।

হাদীসের এই উক্তি শাব্দিক ভাবে গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হইবে, এই যুদ্ধে অসংখ্য মোসলমানের নিহত হইবার কথা অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে; অতিশয় উক্তি নামক অলঙ্কারের ব্যবহার প্রত্যেক ভাষায়ই প্রচলিত আছে। আর যদি অতিশয় উক্তি না ধরা হয় তাহা হইলে এই বর্ণনার তাৎপর্য্য রূপকে গ্রহণ করিয়া মনে করিতে হইবে যে, আধ্যাত্ম ভাবে দেশের প্রায় সমুদয় লোকই মরিয়া যাইবে।

বস্তুতঃ, খ্রীষ্টান-মুস্‌লিম যুদ্ধের পরিণামে মোসল-মানদের জয়লাভ করার পর ধন-মদে মত্ত হইয়া মোসলমানদের যে-শোচনীয় আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। স্বয়ং চিন্তাশীল মোসলমানগণ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

مسلمانان در گور — و مسلمانی در کتاب

মোসলমান গিয়াছে সবি কবরেতে চলি,
ইসলাম হয়েছে শুধু কিতাবের বুলি।

আলোচ্য হাদীসেও হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এই কথাই বলিয়াছেন। আর ১৬নং হাদীসের—"কনষ্টান্টিনপোল জয় করার পর জয়তুন বৃক্ষের ডালে তরবারী লটকাইয়া রাখিয়া বিজিত ধন বণ্টনে ব্যাপৃত হইয়া পড়িবে'—কথার মধ্যেও এই কথারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আঁ-হযরত (সাঃ) একই কথা বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর মোসলমানদের এরূপ অবস্থায়ই যে দাজ্জাল বাহির হইয়া মোসলমানদের

উপর আক্রমণ করিয়াছে এবং মুস্‌লিম শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে, তাহাও রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পূর্ণ হইয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু হায় দাজ্জাল কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াও মোসলমানগণ দাজ্জালের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই! এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে, ইনসাল্লাহ।

১৮ নং হাদীস

يجيء من الحجاز حتى يستوى على منبر دمشق

"তিনি হেজাজ হইতে আসিয়া দেমাকের মিম্বরে বসিবেন!"

এই হাদীস প্রতিশ্রুত মসিহ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্বন্ধে কি-না তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এ-সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পেশ করেন নাই যে, যিনি হেজাজ হইতে আসিয়া দেমাস্কের মিম্বরে বসিবেন তিনি প্রতিশ্রুত মসিহ ইমাম মাহদী।

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীস যদি মাহ্‌দী সম্বন্ধে হইয়া থাকে তাহা হইলে খোরাসানের দিক হইতে আগমনকারী, অথবা মদিনা হইতে মক্কার দিকে পলায়নকারী যে মাহদীর কথা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন, সেই হাদীসগুলি মিথ্যা সাব্যস্থ হয়।

এই রকম পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়েত পেশ করিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কি প্রমাণ করিতে চান তাহা বুঝা কঠিন। কিন্তু এই রকম পরস্পর বিরোধী বর্ণনা দ্বারা নিশ্চিত ভাবেই ইহা প্রমাণ হয় যে, এই রকম রেওয়ায়েতগুলি যয়ীফ। এই রকম পরস্পর বিরোধী যয়ীফ রেওয়ায়েত পেশ করিয়া জন সাধারণের ইমানের পথে বাধা সৃষ্টি করা ধর্মভীরু আলেমের পক্ষে বড় অন্যায়।

১৯নং হাদিস

عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال هل سمعتم بمدينة جانب منها فى البر و جانب منها فى البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لاتقوم الساعة حتى يغزوها سبعون الفا من بنى اسحاق فلما جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا اله الا الله والله اكبر فسقط احد جانبيها قالوا ثور ابن يزيد الرادى لا اعلمه الا قال الذى فى البحر ثم يقولون الثانية لا اله الا الله والله اكبر فيسقط جانبها الاخر ثم يقولون الثالثة لا اله الا الله الله اكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون فبينا هم يقتسمون الغنائم اذ جاءهم الصريخ فقال ان الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون (رواه مسلم)

"আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা কি এমন একটি নগরের কথা শুনিয়াছ, যাহার এক দিক স্থল অপর দিকে সমুদ্র? তাঁহারা বলিলেন, হাঁ, ইয়া রসুলুল্লাহ্। হযরত বলিলেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত ৭০ সহস্র বনি ইস্‌হাক উক্ত নগরবাসীদের সহিত যুদ্ধ না করিবে। যখন তাঁহারা উক্ত নগরের নিকট উপস্থিত হইয়া অবতরণ করিবেন, তখন তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিবেন না, এবং তাঁহারা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আক্‌বর' বলিবেন, তখন তাহার এক দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। রাবী সন্দেহ করিয়া বলিতেছে, ইহা সমুদ্রের দিকের প্রাচীর হইতে পারে। তৎপর তাহারা আবার বলিবেন, 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর'। তখন আর এক দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তৃতীয় বার 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর' বলিবেন, ইহাতে তাঁহাদের পথ পরিষ্কার হইয়া যাইবে, এবং তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ সম্ভার লুণ্ঠন করিবেন। তৎপর লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি বণ্টন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন, এমন সময় এক রব শুনিতে পাইবেন যে, দাজ্জাল বাহির হইয়াছে। তখন তাঁহারা সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবেন।"

প্রথমতঃ এই হাদীসে একদিকে স্থল ও অপর তিন দিকে জল বিশিষ্ট কোন একটি নগর মোসলমান কর্তৃক অধিকার করার পর দাজ্জাল বাহির হইবার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে; ১৬নং হাদীসেও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, 'কনষ্টান্টিনপোল-বিজয়ের পর দাজ্জাল বাহির হইবে। সুতরাং ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, এই হাদীসে বর্ণিত এক দিকে স্থল ও তিন দিকে জল বিশিষ্ট নগর 'কনষ্টান্টিনপোল' ব্যতীত আর কোন সহর নহে। মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারক আল্লামা নোবীর সিদ্ধান্তও ইহাই। তিনি সহী মুসলিমের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—

قوله صلى الله عليه وسلم فى المدينة بعضها فى البر وبعضها فى البحر يغزون سبعون الفا من بنى اسحاق قال القاضى كذالك فى جميع اصول صحيح مسلم قال بعضهم من بنى اسمعيل هو الذى يدل عليه الحديث وسياقه لانه اراد العرب والمدينة هى القسطنطينية

(نووى شرح مسلم جلد ٢ ٣٩٦)

"রসুলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত সেই নগর সম্বন্ধে—যাহার এক দিকে স্থল অপর দিকে সমুদ্র, এবং যাহাতে ৭০ হাজার বনি-ইসহাক যুদ্ধ করিবে—কাজি বলিয়াছেন যে; এইরূপ বর্ণনাই সহী মুসলিমের সমস্ত আসল কপিগুলিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, বেশী প্রসিদ্ধ ও সুরক্ষিত রেওয়ায়েত হইতেছে 'বনি-ইসমাইল' এবং হাদীসের পূর্বাপর দেখিলেও ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ আরবদিগকে বুঝাইবার জন্যই হযরত ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আর সেই নগর হইতেছে কনষ্টান্টিনপোল।" (নোবী সরেহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৩৯৬ পৃঃ)।

সুতরাং এই হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীও কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ে পূর্ণ হইয়াছে। এই হাদীসটিও ১৬নং হাদীসেরই অন্য রেওয়ায়েত।

কলেমা পড়ার ফলে নগর-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়ার কথা যে রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। নতুবা ১৬ নং হাদীসের সঙ্গে এই হাদীসের কোনই সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। এই হিসাবে দুইটি হাদীসই সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে। আর এই হাদীসের রূপক ভাবে অর্থ করিলে কোনই গোলমাল থাকে না। বস্তুতঃ, মোসলমানদের দিগ্বিজয় কলেমার সাহায্যেই হইয়াছিল, তীর কামানের সাহায্যে নয়। মোসলমানদের তীর কামান সমগ্র দুনিয়ার বিরাট খ্রীষ্টান শক্তির মোকাবেলাতে কিছুই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাজেই কলেমার বলেই যে মোসলমানগণ কুস্তনতুনিয়া জয় করিয়াছিল, তাহাদের অস্ত্র-ব্যবহার যে নিতান্তই নগণ্য ছিল এই হাদীসে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে। সহী মুসলিমের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারী ইমাম নোবীও এই হাদীসের মর্ম কুস্তনতুনিয়া-বিজয়ই মনে করিয়াছেন এবং এই হাদীসের অন্যান্য কথাগুলির মধ্যে যে রাবীদের ভ্রম আছে তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। আর ইমাম নোবী—কলেমা পড়ার ফলে কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের কথাকে রূপক অর্থে মনে না করিলে এই হাদীসকে কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের উপর আরোপ করিতেন না। আর ইমাম নোবীর ব্যাখ্যা হইতে আর একটা কথা এই প্রতিপন্ন হয় যে, এই সমস্ত হাদীস-বিশারদ ইমামগণ অর্দ্ধ-শিক্ষিত কাট-মোল্লাদের মত শাব্দিক অর্থ না করিয়া 'বিল-মানা' রেওয়াতগুলির মোটামোটি তাৎপর্যাই গ্রহণ করিতেন, এবং প্রত্যেকটি শব্দের উপর গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন মনে করিতেন না।

২০নং হাদীস

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله عز وجل حتى يملك رجل من اهل بيتى جبل الديلم والقسطنطينية (رواه ابن ماجه)

"হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যদি দুনিয়ার একটি দিবস ব্যতীত অবশিষ্ট না থাকে আল্লাহ্‌তালা সেই দিবসকে লম্বা করিয়া দিবেন, এমন কি, আমার আহলে-বয়েত হইতে এক ব্যক্তি দায়লাম পাহাড় ও কুস্তনতুনিয়ার অধিপতি হইবেন।" (ইবনে মাজা)।

এই হাদীসের মধ্যেও ইমাম মাহদীর কোন কথা বা কোন ইঙ্গিতও নাই; আঁ-হযরতের আহলে বয়েত হইতে এক ব্যক্তি দায়লাম পর্বত ও কুস্তনতুনিয়ার বাদশাহ হইবেন, এই কথার সঙ্গে ইমাম মাহদীর কি সম্পর্ক আছে। এইরূপ অসম্পর্কিত হাদীসগুলি মৌলানা সাহেব কি উদ্দেশ্যে পেশ করিতেছেন?

২১নং হাদীস

عن معاذ ابن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب خراب يثرب خروج الملحمة و خروج الملحمة فتح القسطنطنية و فتح القسطنطينية خروج الدجال — (رواه ابوداؤد)

"মা-আজ ইবনে জাবাল হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, বয়তুল মুকাদ্দাসের উন্নতির পর মদিনা শরীফের অবনতি হইবে; মদিনা শরীফের অবনতির পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর কুস্তনতুনিয়া বিজয় হইবে; কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের পর দাজ্জাল বাহির হইবে।" (আবু দাউদ)।

মুস্‌লিম ইতিহাস সম্বন্ধে যাহাঁদের সামান্য জ্ঞানও আছে, তাঁহারা জানেন যে, এই হাদীসে উল্লিখিত ঘটনাগুলি পূর্ণ হইয়াছে।

হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) জমানায় বয়তুল-মুকাদ্দাস বিজিত হইয়া ইহার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়, তৎপর হযরত আলীর (রাঃ) জমানায় মোসলমানদের দারুল-খোলাফা মদিনা হইতে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে মদিনা শরীফ শ্রীহীন হইয়া পড়ে এবং ইহার পরই খ্রীষ্টান মুস্‌লিম যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ মোসলমান কর্তৃক খ্রীষ্টান রাজ্যগুলি অধিকৃত হইতে থাকে, এবং পরে মোসলমানগণ কর্তৃক কনষ্টান্টিনপোল বিজিত হয়। তারপর অর্থাৎ কনষ্টান্টিনপোল জয় করার পর যখন মোসলমান জাতি নিজেদের অপরাজেয় শক্তির উপর ভরসা করিয়া জয়তুন-বৃক্ষ রূপ বিলাসিতার বৃক্ষে তরবারীগুলি লটকাইয়া রাখিয়া ধনমদে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সুযোগেই ইয়োরোপে মুস্‌লিম শক্তিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য চালবাজ ইসলাম-বিরোধী জাতি শক্তি সংগ্রামে বাহির হইয়া আসে, ইহাই ইতিহাসে "Renaissance of Europe' বা ইয়োরোপের পুনরুত্থান নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং ইহাই হাদীসে 'খরোজে দাজ্জাল' নামে উক্ত হইয়াছে। ইহারই ফলে মোসলমান জাতি অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে, এবং ক্রমে ইসলামের উদ্ধার-কর্তা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জাহির হইবার যাবতীয় লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়াছে, এবং নির্ধারিত সময়-মত ইমাম মাহদী (আঃ) জাহেরও হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের এই জমানার মৌলানা সাহেবেরা এখনও কনষ্টান্টিনপোল বিজয়েরও সংবাদ রাখেন না। অজ্ঞতার জমাট অন্ধকারের মধ্যে তাহারা আর কত দিন অলস নিদ্রায় ঘুমাইয়া থাকিবেন কে জানে!

২২নং হাদীস

عن عبد الله ابن بسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة و فتح المدينة ست سنين و يخرج الدجال فى السابعة — رواه ابوداؤد و قال هذا اصح —

"আবদুল্লাহ ইবনে বোছর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও কনষ্টান্টিনপোল বিজয়—এতদোভয়ের মধ্যে ৬ বৎসর

লাগিবে; সপ্তম বৎসরে দাজ্জাল বাহির হইবে। আবু দাউদ এই হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই হাদীসটিই সমধিক সহী।

প্রথমতঃ এই হাদীসের শেষ কথা দ্বারা দেখা যায় যে, এই সম্পর্কে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব যে সমস্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন, ইহাদের সহী হওয়া সম্বন্ধে, শাস্ত্র হাদিস বিশারদ ইমামগণও সন্দেহ করিয়াছেন। তাই আবুদাউদ এই হাদীসটিকে অন্যান্য হাদীসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক সহী বলিয়াছেন। তবে কেন মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই সমস্ত সন্দিগ্ধ, অসম্পর্কিত রাশি রাশি হাদীস পেশ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিলেন তাহা বুঝা কঠিন।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মোসলমান কর্তৃক কনষ্টান্টিনপোল বিজিত হইয়াছে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই ঘটনার এক বৎসর পর দাজ্জাল বাহির হইবার কথা সহী বলিয়া স্বীকার করিয়াও আজ বিংশতি শতাব্দীতে 'কাদিয়ানী রদ' লিখিতে বসিয়া মৌলানা সাহেবের হুঁসই হয় নাই যে, তাহাদের মতে এখনও দাজ্জাল বাহির হয় নাই। কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে তাহারা বড় জোর গলায় প্রচার করিয়া থাকেন যে, এখনও দাজ্জালই বাহির হয় নাই, ইমাম মাহদী কেমন করিয়া আসিবে?

বস্তুতঃ, এখনও যদি দাজ্জাল বাহির না হইয়া থাকে তাহা হইলে কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের এক বৎসর পরই দাজ্জাল বাহির হইবার হাদীসকে তিনি সমধিক সহী বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন কোন হিসাবে—তাহা আমার কেন, কোন বুদ্ধিমানই বুঝিতে পারিবেন না। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই সমস্ত হাদীস উল্লেখ করার পর লিখিয়াছেন:—

"উপরোক্ত হাদীসগুলিতে বুঝা যাইতেছে যে, ইমাম মাহদীর প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তুরস্ক রাজ্য বিধ্বস্ত হইবে। মদিনা শরীফের নিকটস্থ খয়বর অবধি কেবল মোসলমানদের অধিকার ভুক্ত থাকিবে। তুরস্ক, এরাক, শাম খৃষ্টানদের রাজ্যভুক্ত হইবে। ইমাম মাহদী খলিফা হইবেন; সমস্ত খৃষ্টান শক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইবে; ইমাম মাহদী ও তাহার সহায়তাকারী মোজাহিদগণ উক্ত যুদ্ধে জয়ী হইয়া কনষ্টান্টিনপোল ও মোসলমান রাজ্য অধিকার-ভুক্ত করিয়া লইবেন, এই যুদ্ধকে হাদীসে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বলা হইয়াছে।"

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের এই বয়ান, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব প্রমুখ মৌলানাগণের স্বকপোল কল্পিত, নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। পাঠক দেখিয়া আসিয়াছেন, মৌলানা সাহেবের এই সমস্ত কথার সঙ্গে হাদীসের উক্তিগুলির কোনই সম্পর্ক নাই। এই সমস্ত হাদীসে ইমাম মাহদীর কোন উল্লেখই নাই। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ নামে হাদীসে যে-যুদ্ধের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা 'ক্রোজেইড ওয়ার' বা ক্রুশ যুদ্ধ দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, এবং কনষ্টান্টিনপোল বা কুস্তনতুনিয়াও মোসলমানদের কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। কনষ্টান্টিনপোল মোসলমানদের হস্তচ্যুত হইয়া দ্বিতীয় বার ইমাম মাহদী কর্তৃক বিজিত হইবে এমন কোন কথা হাদীসে নাই। হাদীসে যেমন বয়তুল-মুকাদ্দাস-বিজয়, পারস্য-বিজয়, মিশর-বিজয় ইত্যাদি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং যথা সময়ে তাহা পূর্ণ হইয়াছে, এই রকম কনষ্টান্টিনপোল-বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও আছে এবং তাহাও যথা সময়ে পূর্ণ হইয়াছে। হাদীসে যে-সমস্ত কথার কোন ইঙ্গিতও নাই এমন সব অবান্তর কথার সৃষ্টি করিয়া মৌলানাগণ লোকদিগকে গোমরাহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতেই সহৃদয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, এই রকম জমানায় যদি আল্লাহ্‌তা'লা অনুগ্রহ করিয়া ইমাম মাহদী (আঃ)-কে না পাঠাইতেন, তাহা হইলে এ হেন শোচনীয় অবস্থায় ইসলামকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় ছিল না। (ক্রমশঃ)

॥ চল্‌তি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

ঘরের আছে ঘড়ি তবে কেন দূরে ঘুরি

'চল্‌তি দুনিয়ার হালচালে' আমরা কয়েকবার উন্নত বলে পরিচিত দেশ সমূহে মদ্যপানের প্রসার ও ইহার ফলে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে যে অনাচার বিরাজ করছে, দুর্বিপাক, দুর্ঘটনা ঘটছে তা' নিয়ে আলোচনা করেছি। আজ কিন্তু 'ঘরের কথা' নিয়েই আলোচনা করতে হচ্ছে।

গত ৪ঠা জুন, স্থানীয় পত্রিকাদিতে 'পাকিস্তানে কারা বেশী শুরাপায়ী' নামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ইহার সারমর্ম হলো ঃ

পশ্চিম পাকিস্তানের শুষ্ক এলাকাসমূহে শুরা ব্যবহারের পারমিটপ্রাপ্ত মুসলমানদের সংখ্যা অ-মুসলমানদের অপেক্ষা চার গুণ। প্রাদেশিক পরিষদে পেশকৃত এক রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশ পায়।

সুরাপানের পারমিটপ্রাপ্ত মুসলমানদের সংখ্যা ৪ হাজার ৩ শত ২৭ জন এবং অমুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ৯৮০ জন।

লাহোর এই ব্যাপারে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। লাহোরে পারমিটপ্রাপ্ত শুরাপায়ীর সংখ্যা ২ হাজার ৫ শত ৮০ জন। সারগোদা, মুলতান, বাহওয়ালপুর, পেশোয়ার ও ডেরাইসমাইল খাঁ বিভাগেও পারমিটপ্রাপ্ত শুরাপায়ীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

তবে অন্তর্বর্তীকালীন রাজধানীতে সুরাপায়ীর সংখ্যা সর্বনিম্ন। আর পারমিটপ্রাপ্ত মুসলমান ও অমুসলমানদের সংখ্যা যথাক্রমে মাত্র ২৩৮ ও ২২ জন।

শুধু পারমিটপ্রাপ্তদের কথা উল্লেখ করা হয়ে'ছ। তা'ছাড়া যে আরো কত জন ইহাতে জড়িত তাহা কে জানে। যাক সে কথা। মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতন কোন্ স্তরে নেমেছে তা' ইসলামি রাষ্ট্র মুসলমানদের মদ্যপান হতে গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায়। অন্যান্য মোসলেম দেশের অবস্থা এর চেয়ে খারাপ বৈ ভাল নয়।

স্বতঃই প্রশ্ন জাগে যে, রসুলের উম্মতেরা মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার আদেশ শুনা মাত্র স্বেচ্ছায় মদীনার রাস্তা মদে ভাসিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের দরুণ আত্মতৃপ্তিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন ; তাঁদের পরবর্তীদের দশা এমন শোচনীয় হয়ে উঠবে তা' যেন কল্‌পনারও বাইরে।

কোরআন করীম হুবহু তাই রয়েছে যেরূপটি নাযেল হয়েছিলো আল্লাহ্‌র প্রিয় রসুলের নিকট। রয়েছে হাজার হাজার মৌলবী মৌলানা, পীর ফকির। কিন্তু তবু এমনটি হলো কেন? কেন আল্লাহ্‌র দেওয়া 'সেরা উম্মত' বলে উপাধি প্রাপ্তরা দুনিয়ার সবচেয়ে অধঃপতিত জাতিতে পরিণত হলো?

এ প্রশ্নের উত্তর আহ্‌মদী জামাত ছাড়া আর কারো কাছে আছে কি?

আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের যোগসূত্র যতই দুর্বল হতে থাকে ততই মানুষের অধঃপতন বাড়তে থাকে। এই যোগসূত্র যখন শেষ স্তরে আসে তখন আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টিকে পথ দেখানোর জন্য নবী-রসুল পাঠিয়ে থাকেন। নবী এসে ঐ যোগসূত্র নতুন করে স্থাপন করেন। ইহার প্রভাবে মানুষ আবার শুভ্র শোভন হয়ে উঠে।

শুধু কেতাবের বলে কখনও সম্ভবপর হতে পারে না। দুনিয়াতে যত কিতাব এসেছে উহাদের অনুসারীদের কেউ অধঃপতন হতে রক্ষা পায়নি। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম কিতাব কোরআনের অনুসারীদের বর্তমান অবস্থা ত চোখের সামনেই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এই জামানাতেও আল্লাহ্ তাঁর চিরাচরিত সুন্নত অনুসারেই হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-কে পাঠিয়েছেন মানুষের উদ্ধারের জন্য। তাঁকে গ্রহণ করার মাধ্যমেই আল্লাহ্র সাথে যোগসূত্র সৃষ্টি হবে এবং তাতেই আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সুরু হবে। ইহাই আল্লাহ্র বিধান মত মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতার একমাত্র পথ।

দেখা যাক কি দাঁড়ায়

১৫ই জুনে রয়টার পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ মিশরের জাতীয় পরিষদের এক খসড়া আইন অনুমোদিত হয়। উহার ফলে দেশের মাদকদ্রব্য চোরাকারবারী ও ব্যবসায়ীদের মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে।

একই আইনে মাদকদ্রব্য কিংবা এতদ্‌সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্য চালাবার সময় কোন সরকারী কর্মচারীকে কোন ব্যক্তি হত্যা কিংবা বাধা দানের চেষ্টা করলে তাকেও অনুরূপ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকার সম্প্রতি মাদকদ্রব্য ব্যবসার সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত বহু মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থি। কোরআনের শিক্ষা ও রসুল করীম (সাঃ)-এর চরিত্রের প্রভাবে প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা মাদকদ্রব্য বর্জনে দুনিয়ার সামনে দুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। বর্তমানে তাদেরই বংশধরেরা এই ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে অন্ধকার যুগের আরবদেরকেও পশ্চাতে ফেলে দিয়েছে। তাদেরকে এসবের কুফল থেকে বাঁচানোর জন্য কড়া আইন করতে হচ্ছে। এতে যে বিষয়টি খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় তা' হলো কোরআন শিক্ষা তাদের উপরে কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। স্বতঃই প্রশ্ন জাগে এমনটি কেন হলো? দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব, যার একটি অক্ষরেরও কোন পরিবর্তন হয়নি উহার অনুগামীদের এমনটি কেন হচ্ছে?

ইহার জওয়াব হলো কিতাব এবং এর শিক্ষাই মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। যতবড় শিক্ষা এর পেছনে তত বড় চরিত্র থাকা চাই। নবী করীম (সাঃ)-এর তিরোধানের পর হতে যতই দিন যাচ্ছে ততই মুসলমানেরা তাঁর পবিত্র চরিত্র হতে দূরে সরে যাচ্ছে।

যারা খোদার ভয় ছেড়ে দিয়েছে তাদেরকে শাস্তির ভয়ের দ্বারা ভাল করা যাবে—তাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। দেখা যাক মিশরে কি দাঁড়ায়। তবে এরূপ আইন করার প্রয়াসকে অভিনন্দন জানায়ে মোসলেম জাহান তথা সারা বিশ্বকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বর্তমান জামানায় মানুষ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করলে এসব অনাচার দূর করা সহজতর হবে।

★

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে, আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	আমাদের শিক্ষা	,, ,,
৩।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৪।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৫।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,, ,,
৯।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
১০।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১১।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১২।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১৩।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৪।	হোশান্না	,, ,,
১৫।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
১৬।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান :

এ. টি. চৌধুরী

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar,